যুগান্তর

তারিখ ... 25 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... ... 2 ...

সৃজনশীলের হতাশাব্যঞ্জক অগ্রগতি

লক্ষ্যে পৌঁছাতে কঠোর পদক্ষেপ জরুরি

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ৮ বছর আগে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলেও এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের গতি হতাশাব্যঞ্জক। সরকারি তদারকি প্রতিবেদনের তথ্য উদ্ধৃত করে রোববারের যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সারা দেশের মাধ্যমিক স্কুলে সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, এ থেকে এটাই স্পষ্ট হয়, সরকার এ বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ না নিলে নতুন এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৌঁছা কঠিন হয়ে পড়বে। যেহেতু গত ৮ বছরেও সারা দেশের মাধ্যমিকের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক এ পদ্ধতি আত্মস্থ করতে সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারছেন না, সেহেতু আরও কয়েক বছর পরও যে মাধ্যমিকের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক এ পদ্ধতি পুরোপুরি আত্মস্থ করতে কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হবেন, এ আশংকা থেকেই যায়। দীর্ঘ সময় পরও নতুন এ পদ্ধতি আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে মাধ্যমিকের যেসব শিক্ষক কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন; স্বাভাবিকভাবেই সেসব শিক্ষকের যোগ্যতা ও আন্তরিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। মাধ্যমিকের সব শিক্ষকের যোগ্যতা এক রকম হবে না, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু যেসব শিক্ষক বছরের পর বছর চেষ্টা করেও শিক্ষার নতুন পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হন; সেসব শিক্ষকের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। যারা শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় যুক্ত থেকেও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার পরিচয় দেবেন তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।

বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আমাদের উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা এবং প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার ধরে রাখা জরুরি। শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। আগামী দিনগুলোতে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার জন্য মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী করে তোলার বিষয়টি বহুল আলোচিত। সরকার এ দিকেও নজর দেবে এটাই প্রত্যাশিত। বর্তমানে গ্রামীণ জনপদের শিক্ষার্থীরা শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের তুলনায় অনেক কম সুবিধা পায়। এ ধরনের আনুষঙ্গিক সমস্যা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের গাইডবই নির্ভরতা না কমার বিষয়টি খতিয়ে দেখা জরুরি। 'কোচিং' নামক ব্যাধি দূর করতে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া না হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা যে কঠিন হবে, এটা বলাই বাহুল্য।